জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে ফাল্গুন বুধবার ১৩৫৯ ইংরাজী 4th Mar. 1953 | ৪০শ সংখ্যা

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৫৯ সাল

শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রিগণের বিক্ষোভ

—•—

বালকগণের বিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষাদান করেন, তাঁহারাই সাধারণতঃ শিক্ষক এবং স্ত্রী-শিক্ষকগণকে শিক্ষয়িত্রী বলা হয়। ইস্কুলের শিক্ষাদাতাগণ ইংরাজী "মাষ্টার" নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। "মাষ্টার মহাশয়" বলিয়া ডাকিলে সাধারণতঃ তিন ব্যক্তিই সাড়া দিয়া থাকেন—(১) ষ্টেশন মাষ্টার, (২) পোষ্ট মাষ্টার ও (৩) ইস্কুল মাষ্টার। সাধারণতঃ মাসের শেষে পর মাসের ১লা বা ২রা তারিখেই মাহিনা পাইবার নিয়ম। (১) রেলের ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়-গণ তাহা না পাইলেও যে তারিখে তাঁহারা মাহিনা পান তাহার পর ৩০ বা ৩১ দিন পর বেতন পাইয়া থাকেন। খুব ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া এই শ্রেণীর মাষ্টার মহাশয়গণের মাহিনা বাদে কিছু কিছু প্রাপ্তি-যোগ ঘটিয়া থাকে। আবার নিত্য ব্যবহার্য্য যে সমস্ত দ্রব্য লোককে পয়সা দিয়া কিনিতে হয়, ইঁহাদের ষ্টেশন দিয়াই সে সমস্ত দ্রব্য আমদানী হওয়ায় আমদানীকারকগণ খুসী হইয়া তাহা দিয়া ইঁহাদের সহিত আত্মীয়তা রক্ষা করে বলিয়া ইঁহাদের বেতন যত কমই হউক না কেন, দিনপাত করা অন্যান্য মাষ্টার অপেক্ষা একটু স্বচ্ছলভাবেই চলে। কয়লা, কেরোসিন মুনিব কোম্পানীর জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অনু-গ্রহেই চলে। মাসে মাসে বেতন হইতে "প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে" যাহা জমে, কার্য্যে অবসর লওয়ার পর তাহা দ্বারা জীবনযাত্রার একটা উপায় হইয়া যায়।

(২) পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয়গণ প্রতি মাসে ১লা বা ২রা তারিখেই মাসিক বেতন পান। একটি পয়সাও মাহিনা ছাড়া পাইবার উপায় নাই, বরং নানারকমের তহবিল হাতে থাকায়, হিসাবের গোলমালে কখন কখন কিছু কিছু গুনাগার দিতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে পেনসনের ব্যবস্থা আছে বলিয়া অনাহারে মরিতে হয় না।

(৩) ইস্কুল মাষ্টার মহাশয়গণের বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ের মাইনর ইস্কুলাদির শিক্ষক সম্প্রদায়ের দুঃখের অবধি নাই। ষ্টেশন-মাষ্টার বা পোষ্ট মাষ্টার তাঁহারা 'যে বেতন পাইলাম' বলিয়া স্বাক্ষর করেন তাহাই পাইয়া থাকেন। আর লাট সাহেব, জজ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, প্রধান মন্ত্রী প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ যে কারখানার শিল্প, তাহার কারিকরগণের কথা বলিতে গেলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। এই সব অসহায় অন্নের কাঙাল শিক্ষকগণকে পেটের দায়ে নীতিভ্রষ্ট হইয়া মাস মাস হাতে কলমে মিথ্যার পোষকতা করিতে বাধ্য হইতে হয়। ইঁহারা রসিদ টিকিট বসাইয়া তাহার উপর স্বাক্ষর দিয়া যে বেতন প্রাপ্তিস্বীকার করেন, তাহা বড়ই বুকফাটা কথা। স্বাক্ষর করেন ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা পাইলাম বলিয়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাইয়া থাকেন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বা চল্লিশ টাকা। ইঁহারা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেন "সদা সত্য কথা বলিবে," আর নিজেদের সত্য লেখার অধিকার নাই। "শতং বদ মা লিখ" কথাটাও মানিবার ক্ষমতা ইঁহারা নিজেরাই জন্মের মত যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সকলে বোধ হয় তাঁহাদের এই অপকর্ম্মের কারণ কি তাহা জানেন না। আমরা সংক্ষেপে বলিতেছি—সদাশয় সরকার বাহাদুরের বা তাঁহার অধীনস্থ জেলাবোর্ডের সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের জন্য নিয়ম আছে—যদি ইস্কুলের আয় মাসিক সেই পরিমাণ হয়, যদি মাষ্টারদের বেতনের হার সরকার-নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মত হয়, যদি ইস্কুলের একটি চাকর সরকার-নির্দ্ধারিত বেতনে রাখা হয় তবে সরকার বা জেলা-বোর্ড তাহার সাহায্য দিবেন। নচেৎ নয়। ইস্কুলের পরিচালক সমিতি তখন এই সব মাষ্টার মহাশয়দের কম মাহিনা লইয়া বেশী টাকার প্রাপ্তিস্বীকার করিতে বাধ্য করেন। রাজি হও তো হও, নইলে চেষ্টা দেখ। তোমার মত গ্র্যাজুয়েট পথে ঘাটে ঘুরছে। অন্নের কাঙাল নিরুপায় শিক্ষক বাধ্য হইয়া এই নীতিভ্রষ্ট জীবন যাপন করেন। যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দশা এই প্রকার, তাহার ছাত্রগণ দুর্নীতিপরায়ণ হইবে না তো কি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইবে! যে টাকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রিগণ পাইয়া থাকেন, তাহাতে দিনগত পাপক্ষয় হয় না। কাজেই সবাই যেমন তাহাদের কাম্যফল পাইবার জন্য কল্পবৃক্ষমূলে প্রার্থনা জানায়, তাঁহারাও পশ্চিম বাঙলার বিধান সভার বাজেট অধিবেশনের কালে হাজারে হাজারে মিলিত হইয়া সভাগৃহের দ্বারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়া শাখা প্রশাখা-সহ কল্পতরুরূপ মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাৎলাভে বঞ্চিত হইয়া ফিরিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে মুখ্য মন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে শিক্ষকগণ তাঁহাদের সভায় ১৬ই ফেব্রুয়ারী যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহার নকল তাঁহার (প্রধান মন্ত্রীর) নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি তাহা পাইয়াছেন ১৮ই বা ১৯শে ফেব্রুয়ারী। ঐ প্রস্তাব বিবেচনাসাপেক্ষ। উহা পূরণ করিতে অর্থের প্রয়োজন। সে ব্যবস্থা করিতে সময় লাগিবে। সরকারের নিকট প্রস্তাবের নকল পাঠাইয়া তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া শোভাযাত্রা করিয়া হঠাৎ দাবি উত্থাপন করায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন "আমি কাহারও চাপে পড়িয়া কিছু করিব না।"

নির্ম্মলচন্দ্র চিরতরে অস্তমিত

—•—

কলিকাতা মহানগরীর পৌরপ্রতিষ্ঠানের মেয়র, মানবদেহে দেব-গুণসম্পন্ন, অকলঙ্ক চরিত্র, জনহিত-ব্রতে উৎসর্গিত জীবন শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় গত রবিবার বেলা ১টার সময় পত্নী, দুই পুত্র, দুই কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্র, দৌহিত্রাদি স্বজনগণ ও বহু আত্মীয় বন্ধু পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাঁহার ২৩নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ভবনে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত কাম্যধামে গমন করিয়াছেন। শ্রীচন্দ্র মহাশয় ছিলেন অজাতশত্রু। দেহে প্রৌঢ়ত্বের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও তিনি শিশুস্বভাবসুলভ নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিয়া তাঁহার "নির্ম্মল" নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিতেন। পিতামহ স্বর্গীয় গণেশচন্দ্র,

পিতা স্বর্গীয় রাজচন্দ্র কলিকাতার সলিসিটর ছিলেন। নিজে এডভোকেট হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে কাজ করিতে করিতে পিতামহের নামানুসারে জি. সি. চন্দ্রের ফার্ম্মে সলিসিটর হইয়া এমন যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে নূতন মক্কেল আসিলে তাঁহাকে প্রথমে বুঝাইতেন মামলা বড় সাংঘাতিক নেশা ইহাতে লাভ খুব কমই হয়। এটর্ণির মুখে এই কথা শুনিয়া সকলে অবাক হইতেন। তিনি নূতন মক্কেলকে স্বর্গীয় পিতামহের কথিত একটি হিন্দী বচন শুনাইতেন। এই বচনটি তাঁহার ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিকর হইলেও তিনি বলিতে ছাড়িতেন না। বলিতেন—

"মামলা ভৈল তো তাগাদা ছুটল্
ঘর ঘর রূপেয়া বাঁটো।
বড়ি ভাগ্‌সে ডিগরী মিলল্‌তো
সহেদ লাগাকে চাটো॥"

এর মানে হচ্ছে—যার কাছে টাকা পাবেন, যদি মামলা করেন তবে তার কাছে আর তাগাদা করা চলিবে না। তখন ঘর হইতে টাকা লইয়া গিয়া তাহা উকীল, এটর্ণি, বেলিফ ইত্যাদিকে বণ্টন করিতে হইবে। যার নামে মামলা করিবেন সে যাতে তার নামে ডিক্রী না হয়, তার সব চেষ্টা করিবে। তবুও যদি ডিক্রী হয়, তবে সেই ডিক্রী লইয়া মধু লাগাইয়া চাটিতে হইবে। অর্থাৎ তত দিনে সে সব বেনামী, স্ত্রীধন ইত্যাদি করিয়া শেষ করিয়া রাখিয়াছে। এই ছিল তাঁর নিজের পেশার প্রবৃত্তি। দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্তরূপে যে ত্যাগস্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তা যাঁহারা সব জানেন তাঁহারা তাঁহাকে ত্যাগে ভীষ্মের তুল্য মনে করেন। ৬৪ বৎসরে মৃত্যু খুব দুঃখের, তবুও তাঁর এই দেহত্যাগের ৬ মাস পূর্ব্বে তাঁহার বৃদ্ধ গর্ভধারিণী যিনি সকলেরই মা-মণি বলিয়া পরিচিতা তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইহা মায়ের ভাগ্য বলিতে হইবে। আমরা তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পুত্র, কন্যাগণের শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া ভগবৎ সমীপে তাঁহার মহদাত্মার অক্ষয় শান্তি কামনা করি।

পত্র লেখিকার প্রতি—

—০—

ভদ্রে, আপনার পত্র পাওয়ার পরই দেখা গেল বাঙ্গীকরের বিজ্ঞাপনের ভাষার স্বাস্থ্য ফিরে এসেছে। বোধ হয় তাঁহাদেরও লিখেছিলেন। আমরা অন্য কাগজের প্রতিবাদ ছাপাবার পূর্ব্বে তাঁহাদের কাগজেই পাঠাতে অনুরোধ করতাম, তাঁরা যদি প্রকাশ না করতেন তবে 'একনলেজমেণ্ট' সমেত রেজিষ্টারী ডাকে পাঠাতে পরামর্শ দিতাম। তারপর সেই 'একনলেজমেণ্ট' আমরা রাখিয়া তবে প্রতিবাদ ছাপাইতাম। হোলীর আগে একটু ভাষার পারিপাট্য দিয়ে যখন বুঝেছে যে মাতৃজাতির ও-রকম বিশেষণ দেওয়া ঠিক হয় নাই তখন ভাষার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। মাতৃজাতির কেন তাঁহাদের পুত্রোপম ছাত্রগণ যে উহা পড়িবে ইহাও শিক্ষক-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের বিবেচনা করা উচিত ছিল। এ ভুল তো 'ডাষ্টারে' মিটাইবে না। চিরতরে রহিয়া গেল।

জং সং

শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মোৎসব

গত শনিবার সন্ধ্যায় জঙ্গিপুর ৺রঘুনাথজীর নাটমন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিশাস্ত্রপাঠ, গান, পদকীর্ত্তন ও এই জন্মোৎসবের সার্থকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। বহু নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। অধ্যক্ষ শ্রীভবরঞ্জন দে ও শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে ইহার উদ্বোধন ও পরিচালনা করেন।

জঙ্গীপুর কলেজ লটারী

লটারীর টিকেটবিক্রয়কারী ভদ্রমহোদয়গণকে জানান যাইতেছে যে টিকেট বইয়ের প্রথম দুই খণ্ডাংশ এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ কলেজ অফিসে ৭ই মার্চ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

১৫ই মার্চ দুপুর ১২টায় কলেজ ময়দানে প্রকাশ্যভাবে লটারীর ড্রইং হইবে। সর্বসাধারণের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। —কলেজ গভর্ণিং বডির সদস্যবৃন্দ।

শিলাবৃষ্টি—গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর এখানে ভীষণ শিলাবৃষ্টি হইয়াছে। ইহার ফলে আম ও লিচুর মুকুল এবং রবিশস্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় ভদ্রপল্লীতে একখানি পোক্তা দ্বিতল বাটী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন। শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

মির্জাপুর, পোঃ গনকর, (মুর্শিদাবাদ)।

জঙ্গিপুর মহকুমা
স্পোর্টস্ য়্যাসোসিয়েশন

—০—

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার জঙ্গিপুর মহকুমা স্পোর্টস য়্যাসোসিয়েশনের ষষ্ঠ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহকুমা-শাসক শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার ঘোষ, আই. এ. এস. মহাশয় সভাপতিত্ব ও পুরস্কার বিতরণ করেন। পরিচালকগণের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় সমস্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

নিম্নের প্রতিযোগিগণ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার পাইয়াছেন।

৪০০ মিটার দৌড়—আবুল হোসেন, জঙ্গিপুর হাই ১ম, জ্যোতির্ম্ময় রায় চৌধুরী রঘুনাথগঞ্জ হাই ২য়

দুই মাইল সাইকেল দৌড়ঃ—মৃন্ময় মল্লিক বহরমপুর ১ম, সত্যদেব গুপ্ত কাঞ্চনতলা জে. ডি. জে. ইনষ্টিটিউশন ২য়।

তীরধনুকে লক্ষ্যভেদঃ—ঝুটা মাঝি ১ম, চরণ মাঝি ২য়।

২০০ মিটার দৌড়ঃ—জ্যোতির্ম্ময় রায় চৌধুরী রঘুনাথগঞ্জ হাই ১ম, মহম্মদ মোস্তফা নিমতিতা জি. ডি. ইনষ্টিটিউশন ২য়।

১০০ মিটার দৌড়ঃ—মহম্মদ মোস্তফা নিমতিতা জি. ডি. ইনষ্টিটিউশন ১ম, আবুল হোসেন জঙ্গিপুর হাই ২য়।

এক মাইল সাইকেল দৌড়ঃ—সত্যদেব গুপ্ত কাঞ্চনতলা জে. ডি. জে. ইনষ্টিটিউশন ১ম, গোবিন্দ দাস রঘুনাথগঞ্জ ২য়।

(অবশিষ্টাংশ খ পৃষ্ঠায় দেখুন)

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সুতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ। পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ৯ই মার্চ্চ ১৯৫৩

৪৩০ খাং ডিঃ রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দেং ঝাপু মণ্ডলানী দিং দাবি ৩১৷৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রমাকান্তপুর ১-৪২ শতকের কাত ৫৷৶৬ আঃ ৫৲ খং ৭১ রায়ত স্থিতিবান

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৬ই মার্চ্চ ১৯৫৩

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৩৪০ খাং ডিঃ বিশ্বেশ্বর ঘোষাল দেং হরিহর ঘোষাল দাবি ১১৷৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মণ্ডলপুর ৯৬ শতকের কাত ৫৲ আঃ ২৫৲ খং ৯৫৮

২২৪ খাং ডিঃ সেবাইত কুমারকৃষ্ণ ঘোষ দিং দেং জমিদার সেখ দিং দাবি ১৭৲ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে দোগাছি ৪২ শতকের কাত ১।৫ আঃ ৬৲ খং ৬৩০

৩৩৩ খাং ডিঃ সেবাইত বীরেন্দ্রনাথ মহাতা দিং দেং নলিনীকুমার চৌধুরী দিং দাবি ৪৫৸৶৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে খেরুর ৬৯৩ শতকের কাত ১৫৲ আঃ ১০৲ খং ১০২৮ অধীনস্থ খং ১০২৯—১০৩১

৩৩৮ খাং ডিঃ নরেশচন্দ্র বসু দিং দেং রেজাউল্লা সরকার দিং দাবি ৩৬৷৶৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে গোবর্দ্ধনডাঙ্গা ২৮ শতকের কাত ২৷৶৭ নিজাংশে ১/৭ আঃ ৫৲ খং ৭২

৩৩৯ খাং ডিঃ ঐ দেং তামিজুদ্দিন সেখ দিং দাবি ৩৬৷৶৩ মৌজাদি ঐ ৯৮ শতকের কাত ৩৷৶০ নিজাংশে ১৷৶০ আঃ ৫৲ খং ১৬১ ও খাস খং ১৩

৪০৬ খাং ডিঃ নৃসিংহকুমার সিংহ দেং আনোয়ার আলি মিঞা দিং দাবি ১৯৸৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে শীতলপাড়া ৩৪ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲

২১৯ খাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং অমিয়মোহন রায় দিং দাবি ২৫১৸৶৯ থানা ফরক্কা মৌজে খাপড়া ১০০/০ বিঘার কাত ৪৫৸০ আঃ ১০০৲ খং ৭২০

৪০১ খাং ডিঃ ঐ দেং নেসা বেওয়া দিং দাবি ৮৩৲ মৌজাদি ঐ ৮/০ বিঘার কাত ৬৶৫৷০ আঃ ২০৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই।

৩৯১ খাং ডিঃ শচীন্দ্রনাথ রায় দেং ইমানি মোমিন দিং দাবি ৩৭৷৶৬ থানা ফরক্কা মৌজে মুস্কিনগর ৩৭ শতকের কাত ৫/১২ আঃ ৫৲ খং ১৪৯

৪২৮ খাং ডিঃ ঐ দেং কিসমতুল্লা সেখ দাবি ২৯৷৶৯ মৌজাদি ঐ ১৪২ শতকের কাত ৪৲১০ আঃ ১০৲ খং ২৬৮

৪৩০ খাং ডিঃ ঐ দেং খাদেমা বিবি দাবি ১৮৲৩ মৌজাদি ঐ ৫৩ শতকের কাত ১৸৶১৬ আঃ ৫৲ খং ৬৪৩

৩৯৬ খাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং রহিমবক্স বিশ্বাস দাবি ৯৪৷৶৬ থানা ফরক্কা মৌজে খাপড়া ৯৷৩ জমির কাত ৭৷৶৩ আঃ ২৫৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই।

৩৯৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৫২৶৯ মৌজাদি ঐ ৪৸০ জমির কাত ৩৷৶২৷০ আঃ ১০৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই।

৩৯৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৮১৸/০ মৌজাদি ঐ ৮/৩৷ জমির কাত ৬।২ আঃ ২৫৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই।

৩৯৯ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৭৷৶৬ মৌজাদি ঐ ২/০ জমির কাত ১৷৬ আঃ ৫৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই।

৪০০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৫৶০ মৌজাদি ঐ ৪৸০ জমির কাত ৩৷৶২৷ আঃ ১০৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই।

৪০২ খাং ডিঃ ঐ দেং নৈমুদ্দিন বিশ্বাস দাবি ১২০৲৬ মৌজাদি ঐ ১৪/৩৷ জমির জমা দেওয়া নাই আঃ ১০৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই।

৩৪২ খাং ডিঃ সৌরেন্দ্রনাথ রায় দেং জামাল-উদ্দিন বিশ্বাস দিং দাবি ১৩৷৶৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ২০৷০ জমির জমা দেওয়া নাই আঃ ৫৲ খং ১৯৫

৩৪৩ খাং ডিঃ ঐ দেং কানন বিবি দাবি ১৩৷৶৬ মৌজাদি ঐ ১১ শতকের কাত ২।৭ আঃ ৫৲ খং ১৮৮

৩৪৪ খাং ডিঃ ঐ দেং তামিজুদ্দিন সেখ দিং দাবি ১৭৷৯ মৌজাদি ঐ ৩১ শতকের কাত ৫/১৫ আঃ ৫৲ খং ১৯৩

৪১৪ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং কুড়ান মণ্ডল দিং দাবি ২১।/৩ থানা ফরক্কা মৌজে মমরেজপুর ৯২ শতকের কাত ২৷০ আঃ ৫৲ খং ১৩৮

৪০৮ খাং ডিঃ পার্ব্বতীকিঙ্কর রায় দিং দেং হাজি দানেশ মহাম্মদ মণ্ডল দাবি ২২৶৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে বয়ার ১৪ শতকের কাত ২৸০ আঃ ১০৲ খং ১০৪

৩৪৮ খাং ডিঃ সেবাইত মনোরমা দেবী দেং হারাধন ঘোষ দিং দাবি ১৭৸০ থানা সাগরদীঘি মৌজে পোপাড়া ৯৩ শতকের কাত ২৲ আঃ ১০৲ খং ৮০৩

৪৫ অন্য ডিঃ গৌরচন্দ্র আলিপাত্র দিং দেং ভূপেন্দ্রকুমার মণ্ডল দিং দাবি ২২৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে আরাজী বলরামবাটী ৩-৭২ শতকের কাত ৪৶০ আঃ ২০৲ খং ১৮৭

৩০১ খাং ডিঃ বিমলসিংহ কুঠারী দেং মঃ ইয়াদ হোসেন দাবি ৪০/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে খাড়ু-গ্রাম ১-৬ শতকের কাত ১০৸৭ আঃ ২০৲ খং ৩৫৫

২৭ মনি ডিঃ দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দেং দুলুপদ কুনাই দাবি ৪৯৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে খৈরাটী ৯৪ শতকের কাত ৫৷৶১১ তন্মধ্যে ৳ অংশ আঃ ২০৲ কোর্ট ভ্যালুয়েসন ২৫৲ খং ১৭০ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৯৬ শতকের কাত ৫।১২ তন্মধ্যে ৳ অংশ আঃ ২০৲ কোর্ট ভ্যালুয়েসন ২৫৲ খং ১৬৮

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

২৭ খাং ডিঃ ট্রাষ্টি রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর দিং দেং স্নেহলতা দত্ত দিং দাবি ৯৩৲৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে নওপাড়া ৪-৪ শতকের কাত ১৩৲ আঃ ৫০৲ খং ১৮৬

২ খাং ডিঃ বিমল সিংহ কুঠারী দেং হিমাত সেখ দিং দাবি ৪১।৶৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে ইমামনগর ৬৯ শতকের কাত ১।৭৷০ মণ চাউল আঃ ২০৲ খং ৮৩

৫ খাং ডিঃ ঐ দেং মধুসূদন মার্জ্জিত দিং দাবি ৭৮৷০ মৌজাদি ঐ ১-৯৯ শতকের কাত ৩/০ মণ আঃ ২৫৲ খং ১০৩

১৭ খাং ডিঃ নির্ম্মলকুমার সিংহ নওলাক্ষা দেং মোহিনীমোহন মাল দিং দাবি ৩১৷৶৯ থানা সাগর-দীঘি মৌজে সাওরাইল ৪৯ শতকের কাত ৩৸৶৩ আঃ ২০৲ খং ৩৭০

২৪ খাং ডিঃ কমলারঞ্জন ধর দিং এষ্টেটের ট্রাষ্টি রাখহরি দত্ত দেং সুলতান মল্লিক দাবি ৩১৷৶৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে দিয়াড়া ১-৫২ শতকের কাত ৫৲ আঃ ২৫৲ খং ৩১৭

২৫ খাং ডিঃ মাতয়ালি জনাব মরতুজা রেজা চৌধুরী দিং দেং রজনীকান্ত সরকার দিং দাবি ২৭৲৯ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে দাঁতিয়া অনন্তপুর ৪/৩৲১০ জমির কাত ৪/৬ আঃ ১৫৲

(৬ষ্ঠ কলমের জের)

রীলে রেস :—আপসার আলি, মহম্মদ মোস্তফা, মহম্মদ সানাউল্লা মহম্মদ বিসুরুদ্দিন, কালীগঞ্জ ইউথ য়্যাসোসিয়েশন।

হাই জাম্প—দীপক চ্যাটার্জ্জি, জঙ্গিপুর ১ম, মহম্মদ মোস্তফা, নিমতিতা জি, ডি ইনষ্টি ২য়।

লঙ্ জাম্প :—আবুল হোসেন জঙ্গিপুর হাই ও মহম্মদ খাবির আলি কাঞ্চনতলা জে. ডি. জে, ইনষ্টি. ১ম, কামাখ্যাচরণ হাজরা, বাড়ালা ২য়।

সট পুট :—এক্রামুল হক ১ম ও বিশ্বনাথ সাহা ২য়, রঘুনাথগঞ্জ হাই।

অরেঞ্জ রেস :—শান্তকুমার দাস, রঘুনাথগঞ্জ হাই ১ম, দিলীপকুমার মুখার্জ্জী, বাড়ালা আর. ডি. সেন. হাই ২য়।

ব্লাইণ্ড ফোল্ড রেস :—মজফ্ফর হোসেন ১ম ও আবদুস সামাদ ২য় কাঞ্চনতলা জে. ডি. জে. ইনষ্টি.

স্যাক রেস :—অনন্তকুমার চন্দ্র, রঘুনাথগঞ্জ হাই ১ম, মহম্মদ মর্ত্তুজ আলি, কে, ওয়াই. এ. ২য়।

৫০ মিটার দৌড়—আবদুস সামাদ, কাঞ্চনতলা জে. ডি. জে. ইনষ্টি. ১ম, অনন্তকুমার চন্দ্র, রঘুনাথগঞ্জ হাই ২য়।

বালিকা বিভাগ (১২ বৎসরের উর্দ্ধে)

মিউজিক্যাল চেয়ার :—বাসন্তী সরকার ১ম ও জ্যোৎস্না দেবী ২য়, জঙ্গিপুর গার্লস স্কুল।

নিডল রেস—জ্যোৎস্না দেবী জঙ্গিপুর গার্লস স্কুল ১ম, কণিকা নাথ, রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুল ২য়।

৫০ মিটার দৌড় :—জ্যোৎস্না দেবী, জঙ্গিপুর গার্লস স্কুল ১ম, কণিকা নাথ, রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুল ২য়।

বালিকা বিভাগ (১২ বৎসর পর্য্যন্ত)

এগ এণ্ড স্পুন রেস :—সরস্বতী দাস ১ম ও সতীরাণী দাস ২য়, জঙ্গিপুর গার্লস স্কুল।

মিউজিক্যাল চেয়ার :—রাণীবালা বারিক, রঘুনাথগঞ্জ ১ম, কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুল ২য়।

Go as you like :—উমাপতি চক্রবর্ত্তী ১ম ও ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী ২য়, জঙ্গিপুর।

Consolation Prize :—দেবব্রত চক্রবর্ত্তী ও পতিতপাবন চক্রবর্ত্তী।

Tug of War :—রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ টিম।

ঘোড়দৌড় :—অবনীকুমার চক্রবর্ত্তী, পাউলী, ১ম ও এক্রামুল হক, রঘুনাথগঞ্জ হাই, ২য়।

Best Athletic Championship Prize

আবুল হোসেন, জঙ্গিপুর হাই ১৩ পয়েন্ট।

জ্যোৎস্না দেবী, জঙ্গিপুর গার্লস স্কুল ১৩ পয়েন্ট।

পূর্ণপাত্র

শূন্য হয়ে আসে ধীরে ধীরে

M.P. 643

মৃত্যুর নিকষকালো তিমিরাবরণ ভেদ ক'রে — মৃত্যুঞ্জয়ীবীরদের অমর বাণী ভেসে আসছে অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে বর্ব্বরতার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দিতে। বুদ্ধ, সক্রেটিস্, শেকস্পীয়র, রবীন্দ্রনাথ—সভ্যতার বন্দনীয় পূজারীর দল আজও আছেন অক্ষয় আলোকে বেঁচে মানব ইতিহাসের মণিময় হর্ম্ম্যে। কালের অমোঘ নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে অগণিত ইতিবৃত্তের ভঙ্গুর তুচ্ছ খেলনা; নামহীন কীর্ত্তিহীন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে কত কত সভ্যতার বিজয়োদ্ধত তোরণ; তবুও সভ্যতার অমরদীপবর্ত্তিকা হাতে ইতিহাসকে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত আলোকে, বিচিত্র ধারায়, নব নব সম্ভাবনার পথে; মৃত্যুর মুখ থেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে জ্ঞানের অমৃতভাণ্ডকে ভাবীকালের মানব বংশীয়দের জন্য—সেই মহান্ উদার, সভ্যতার সুহৃৎ অন্যকেউ নয়, সে আমাদের অতিপরিচয়ের সীমারেখাবদ্ধ — কাগজ

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

সর্ব্বপ্রকার কাগজ ও ছাপার কালি বিক্রেতা

"ভোলানাথ ধাম"—৬৩।২, বিডনষ্ট্রীট, ও ৯৭, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট—কলিকাতা; ৩১-১, পাটুয়াটুলি, ঢাকা